খসড়া জাতীয় শিক্ষানীতি ২০০৯
এর ওপর
সুধীসমাজের অগ্রাধিকারভিত্তিক সুপারিশমালা

গত ২৭ সেপ্টেম্বর ২০০৯ ঢাকার এলজিইডির-আরডিইসি মিলনায়তনে এডুকেশন ওয়াচ ও গণসাক্ষরতা অভিযান-এর উদ্যোগে **জাতীয় শিক্ষানীতি ২০০৯**-এর ওপর সুধীসমাজের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভার প্রাপ্ত মতামত/সুপারিশসমূহ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর নিকট উপস্থাপন করা হলো

এডুকেশন ওয়াচ ও গণসাক্ষরতা অভিযান
৫/১৪ হুমায়ূন রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা - ১২০৭
॥ ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০০৯ ॥

অনুক্রমণিকা

বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার মানুষের মতামতের আলোকে খসড়া শিক্ষানীতি চূড়ান্তকরণের উদ্যোগকে এডুকেশন ওয়াচ ও গণসাক্ষরতা অভিযান-এর পক্ষ থেকে সাধুবাদ জানাই। শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি সম্মানিত সদস্যগণ অক্লান্ত পরিশ্রম করে অতি অল্পসময়ে মূল্যবান এই খসড়া জাতিকে উপহার দিয়েছেন সেজন্য তাঁদের বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, প্রস্তাবিত এই খসড়া শিক্ষানীতির ওপর মতামত/সুপারিশ গ্রহণের লক্ষ্যে সরকার গত ৮ সেপ্টেম্বর ২০০৯ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে তা প্রকাশ করেছে।

এডুকেশন ওয়াচ ও গণসাক্ষরতা অভিযান শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরামর্শ সাপেক্ষে গত ২৭ সেপ্টেম্বর ২০০৯ ঢাকার এলজিইডি-আরডিইসির মিলনায়তনে এ খসড়া শিক্ষানীতির ওপর সুধীসমাজের অংশগ্রহণে এক মতবিনিময় সভার আয়োজন করে। গত ২ আগস্ট ২০০৯ এডুকেশন ওয়াচ এবং গণসাক্ষরতা অভিযান–এর পক্ষ থেকে জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির বিবেচনার জন্য একটি অগ্রাধিকারভিত্তিক সুপারিশ উপস্থাপন করা হয়। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০০৯ এর চূড়ান্ত খসড়ায় প্রস্তাবিত সুপারিশের অধিকাংশেরই প্রতিফলন ঘটায় আমরা আনন্দিত। সেজন্য আমরা জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি ২০০৯-কে অভিনন্দন জানাই।

ঈদ ও পূজার দীর্ঘ ছুটির মধ্যেও সুধীসমাজ অত্যন্ত আগ্রহ নিয়ে এ মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ করেন। সমাজের বিশিষ্টজনদের সক্রিয় অংশগ্রহণে শিক্ষানীতি বিষয়ক এ আলোচনা অর্থবহ, কার্যকর ও প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। সভায় উপস্থিত বিশিষ্টজনের মধ্যে অন্যতম হলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক আনিসুজ্জামান, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ড. মনিরুজামান মিঞা, নর্থ-সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. হাফিজ জি এ সিদ্দিকী, ইন্ডিপেনডেন্ট ইউনির্ভাসিটির উপাচার্য বজলুল মবিন চৌধুরী, আইইউসিএন-এর সিনিয়র এডভাইজার ড. আইনুন নিশাত, ব্র্যাকের নির্বাহী পরিচালক ড. মাহবুব হোসন ও বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক জনাব শামসুজ্জামান খান, ঢাকা মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ-এর সভাপতি আব্দুল হাফিজ চৌধুরী, এশিয়াটিক কমিউনিকেশন লিমিটেড-এর নির্বাহী পরিচালক সারা যাকের ও পিকেএসএফ-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর কাজী মেসবাহউদ্দিন আহমেদ (অংশগ্রহণকারীদের তালিকা, সংযুক্তি-১)।

গণসাক্ষরতা অভিযান–এর কাউন্সিল সভাপতি জনাব কাজী রফিকুল আলম-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ মতবিনিময় সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন গণসাক্ষরতা অভিযান-এর নির্বাহী পরিচালক জনাব রাশেদা কে. চৌধূরী (সভার কার্যবিবরণী, সংযুক্তি-২)।

উল্লেখ্য, স্থানীয় অংশীজনদের মতামত সংগ্রহের লক্ষ্যে **জাতীয় শিক্ষানীতি ২০০৯: আমাদের প্রত্যাশা** শীর্ষক ৬টি মতবিনিময় সভা এ বছরের আগস্ট মাসে ময়মনসিংহ, সিলেট, চট্টগ্রাম, বরিশাল, যশোর ও রাজশাহীতে অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির সঙ্গে আলোচনাক্রমে এডুকেশন ওয়াচ, গণসাক্ষরতা অভিযান ও সহযোগী সংগঠনসমূহ এই মতবিনিময় সভাগুলো আয়োজন করে। মতবিনিময় সভায় প্রাপ্ত সুপারিশসমূহ সংকলিত করে জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির নিকট হস্তান্তর করা হয়। ২৭ সেপ্টেম্বর ২০০৯ ঢাকায় অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় এসব সুপারিশ উপস্থাপন করেন প্ল্যান বাংলাদেশ-এর এডভাইজার মুহাম্মদ মহসিন (সুপারিশসমূহের কপি, সংযুক্তি-৩)।

অতঃপর জাতীয় শিক্ষানীতি ২০০৯ ওপর মুক্ত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। এ আলোচনায় সমাজের বিভিন্ন অংশীজন যেমন- শিক্ষক, শিক্ষার্থী, শিক্ষাবিদ, এনজিও প্রতিনিধি, গণমাধ্যম প্রতিনিধি, আইনজীবী, শিক্ষক সমিতি প্রতিনিধি, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থার প্রতিনিধি, গবেষক, পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যগণসহ ঢাকা ও ঢাকার বাইরে প্রায় দেড় শতাধিক প্রতিনিধি এ মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ করেন। অংশগ্রহণকারীগণ খোলামন নিয়ে এ মতবিনিময় সভায় তাদের মতামত ও সুপারিশ তুলে ধরেন। মুক্ত আলোচনা সঞ্চালনা করেন ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও উন্নয়ন ইনস্টিটিউট (বিইউআইইডি) সিনিয়র এডভাইজার ড. মনজুর আহমদ। মুক্ত আলোচনা পর্ব থেকে প্রাপ্ত গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশসমূহ নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

১. **শিক্ষা দর্শন ও রূপরেখা:** বাস্তবতার আলোকে নীতি-নির্ধারণ একটি চলমান প্রক্রিয়া। শিক্ষানীতি ২০০৯-এ এই প্রক্রিয়াটিকে স্থায়ী রূপ দেওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে স্থায়ী শিক্ষা কমিশন গঠন ও তার কার্যাবলীসহ কাঠামো সমন্ধে সুস্পষ্ট প্রস্তাবনা রাখা হয়েছে। শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির এই বাস্তবধর্মী প্রস্তাবনাকে আমরা আন্তরিকভাবে সমর্থন করি এবং শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটিকে জানাই আন্তরিক সাধুবাদ।

অধ্যায় ‘এক’ এ শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সবিস্তারে উপস্থাপন করা হয়েছে। তবে এই অধ্যায়ে শিক্ষার দর্শন ও রূপকল্প সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা দেওয়া গেলে ২৯টি অধ্যায়ের প্রস্তাবিত শিক্ষানীতির প্রেক্ষাপট, প্রেক্ষিত, কৌশল ও বিভিন্ন অধ্যায়ের অর্ন্তনিহিত কার্যকারণ সম্পর্কে বুঝতে সুবিধা হতো।

২. **শিশুবিকাশ ও শৈশব উন্নয়নঃ** খসড়া শিক্ষানীতিমালায় প্রাথমিক শিক্ষার কথা উল্লেখিত হলেও শিশুবিকাশ ও শৈশব উন্নয়নের বিষয়ে কিছু বলা হয়নি। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা, শিশুবিকাশ ও শৈশব উন্নয়ন কার্যক্রমের একটি অনুসঙ্গ কর্মসূচি। প্রসঙ্গত: উল্লেখ্য যে, একটি শিশুর বিকাশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সময় হল ভ্রুনাবস্থা থেকে আট বছর বয়স। আবার তার মধ্যে শিশু বিকাশের অত্যন্ত কার্যকর সময় হল ভ্রুনাবস্থা থেকে তিন বছর। আর এই সময়ের ওপর নির্ভর করে একটি শিশুর জীবনভর শিক্ষার ভিত। এজন্য এই বিষয়ে শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির নির্দেশনা অত্যন্ত জরুরি।

৩. **প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা:** অন্যান্য অধ্যায়ের মত প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা একটি স্বতন্ত্র অধ্যায় হিসেবে বিন্যস্ত করা যেতে পারে। এ অধ্যায়টি পুনর্লিখনের সময় কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশনের অধ্যায়-৬ এবং প্রাক-প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার বাস্তবায়ন পরিকাঠামোটি বিবেচনা করা যেতে পারে। (প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার বাস্তবায়ন পরিকাঠামো, সংযুক্তি-৪)। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিচালিত প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার যে সৃজনধর্মী মডেল ব্যবহৃত হচ্ছে তার স্বীকৃতি ও ভবিষ্যতে ব্যবহারের দিক-নির্দেশনা থাকা বাঞ্ছনীয়। এছাড়া প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষাক্রম, পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষক প্রশিক্ষণ সম্বন্ধে যথাযথ অধ্যায়ে প্রতিফলন থাকা জরুরি।

৪. **প্রাথমিক শিক্ষাস্তরঃ** শিক্ষানীতিতে প্রাথমিক শিক্ষাস্তর অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত করার যে প্রস্তাবনা এসেছে সভায় অংশগ্রহণকারী অধিকাংশ সুধীজন এ প্রস্তাবনার সঙ্গে একমত পোষণ করেছেন। তবে কাঠামোগত সংস্কারের বিষয়টি পর্যায়ক্রমে শুরুর জন্য পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে। শিশু শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাকে প্রাথমিক শিক্ষা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে নয় বছরের শিক্ষাকে সর্বজনীন করা যেতে পারে। এ বিষয়ে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষকসমাজের ভেতর নানারকমের শঙ্কা কাজ করছে। সরকারের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে আরো সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা প্রয়োজন।

৫. **বিদ্যালয় স্বাস্থ্য ও পুষ্টি:** প্রাথমিক স্তরের প্রতিটি বিদ্যালয়ে শিক্ষা কার্যক্রমের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ে নিয়মিত কার্যক্রম থাকা বাঞ্ছনীয়। শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ে বিশেষ করে বছরে একবার Vision Screening, ৩/৪ বার De-worming এবং ২বার Iron

Supplementation কর্মসূচির ব্যবস্থা করা হলে শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য ভালো থাকবে এবং তাদের শিখন-অর্জনও আশানুরূপ হবে এ বিষয়ে দেশে-বিদেশে প্রচুর গবেষণালব্ধ প্রমাণ রয়েছে।

৬. **সাক্ষরতা, বয়স্ক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা:** মৌলিক সাক্ষরতা, সাক্ষরতা-উত্তর ও জীবনব্যাপী শিক্ষা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার একটি ধারাবাহিক পরম্পরা (Continuum)। বয়সভেদে (শিশু, কিশোর ও বয়স্ক) যে কোন বয়সের জনমানুষ যাদের পারিবারিক শিক্ষা, অভিজ্ঞতা, প্রাক-শিখন বা পরবর্তী শিখনের দক্ষতা অনুসারে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা পরম্পরার যে কোন ধারার শিক্ষার্থী হিসেবে বিবেচিত হতে পারে (উপানুষ্ঠানিক শিক্ষানীতি, সংযুক্তি-৫ দেখুন)। দস্তখত সর্বস্ব TLM কার্যক্রমের মত সাক্ষরতা কার্যক্রমের প্রয়োজন নেই। ২০১৪ সালের মধ্যে সবার জন্য সাক্ষরতা অর্জন করতে হলে আমাদের অতীতের বিভিন্ন সাক্ষরতা কার্যক্রমের অভিজ্ঞতা ও ফলাফল থেকে শিক্ষাগ্রহণ করে সাক্ষরতাসহ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাকে জীবনব্যাপী শিক্ষার আলোকে বিন্যস্ত করার দিকনির্দেশনা শিক্ষানীতিতে থাকা জরুরি। গোটা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা এমনভাবে রূপায়িত হওয়া প্রয়োজন যেন তা একজন মানুষকে রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বেড়াজাল থেকে মুক্ত হওয়ার ন্যূনতম ক্ষমতায়নের (Empowering skills) দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করতে পারে। এছাড়া অধ্যায় ৩-এর শিরোনাম উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে এবং উপানুষ্ঠানিক শিক্ষানীতির আলোকে এই অধ্যায়কে বিন্যস্ত করা যেতে পারে।

৭. **মাদ্রাসা শিক্ষা:** আমাদের দেশে ঐতিহাসিকভাবে মাদ্রাসা শিক্ষা চলে আসছে এবং এই ধরনের প্রতিষ্ঠানের চাহিদাও আছে। কিন্তু মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদেরও যুগোপযোগী ও মানসম্মত স্মত শিক্ষার নিশ্চয়তা বিধানের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের দায়িত্ব আছে। তাছাড়া সরকারি সাহায্যে ও অর্থানুকুল্যে মাদ্রাসা ধারার প্রসার কতখানি হওয়া উচিত, মাদ্রাসা ও সাধারণ শিক্ষার জন্য শিক্ষার্থীর সংখ্যা, প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা এবং অর্থ বরাদ্দের অনুপাত কী হতে পারে তা-ও সরকারি নীতি ও সিদ্ধান্তের বিষয়। এছাড়াও মাদ্রাসা শিক্ষাধারার সঙ্গে রয়েছে বিভিন্ন শিক্ষাধারার, বিশেষ করে RNGPS এর শিক্ষার্থী প্রতি খরচের বৈষম্য। এ বিষয়েও সুস্পষ্ট নির্দেশনা প্রয়োজন।

৮. **উচ্চশিক্ষা:** উচ্চশিক্ষার একটি উদ্দেশ্য হিসেবে নতুন জ্ঞান সৃষ্টির কথা শিক্ষানীতিতে ঠিকভাবেই এসেছে। কিন্তু উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি বিভাগ, ইনস্টিটিউট ও কলেজসমূহকে জ্ঞান সৃষ্টির কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার কোন দিক-নির্দেশনা প্রস্তাবিত শিৰানীতিতে নেই। শিক্ষার্থীরা কিভাবে এই

জ্ঞানসৃষ্টির সঙ্গে যুক্ত হতে পারে তার সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা থাকা দরকার। এছাড়া উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে গবেষণার জন্য ব্যয় বরাদ্দের ব্যবস্থা এবং এসব গবেষণার মান নিয়ন্ত্রণ বিষয়েও দিক নির্দেশনা জরুরি।

৯. **কৃষিশিক্ষা:** মাধ্যমিক পর্যায়ে কৃষিশিক্ষার ওপর গুরুত্বারোপ করা উচিত। কৃষি শিক্ষার ওপর গুরুত্বারোপ করা হলে মাধ্যমিক পর্যায়ে ঝরেপড়া শিক্ষার্থীরা এই শিক্ষাকে তাদের জীবন ও জীবিকা উন্নয়নের কাজে লাগাতে পারবে। কৃষিশিক্ষায় ইন্টার্নশীপ ব্যবস্থা প্রবর্তনসহ নতুন নতুন কোর্স চালুর ওপর সভায় মত প্রকাশ করা হয়। শিক্ষানীতিতে কৃষিশিক্ষা হাতে-কলমে শেখানোর নিদের্শনা থাকা উচিত। এ ছাড়া কৃষিশিক্ষার শিক্ষাক্রমকে আরো আধুনিকায়ন করা আবশ্যক।

১০. **ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়:** ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়সমূহের জন্য শিক্ষানীতিতে সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা নেই। এ বিষয়ে রাষ্ট্রীয় নীতিমালায় বিশেষ করে ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়ের শিক্ষাক্রম, পাঠ্যপুস্তক ও সমতা স্থাপক বিষয়ে দিক-নির্দেশনা থাকা বাঞ্ছনীয়।

১১. **শিক্ষার মান:** শিক্ষক-শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ শিক্ষকের মান বৃদ্ধির একটি গুরুত্বপূর্ণ মানদণ্ড। সেজন্য শিক্ষক-শিক্ষা দীর্ঘমেয়াদী এবং তা অব্যাহতভাবে অনুসারক শিক্ষা-প্রশিক্ষণের মাধ্যমে হালনাগাদ করার অর্ন্তগত (in-built) ব্যবস্থা থাকা জরুরি। শিক্ষানীতিতে শিক্ষক-প্রশিক্ষণকে 'শিক্ষক-শিক্ষা' হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। এছাড়া প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষক শিক্ষার আওতায় প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার বিষয়টি জরুরি ভিত্তিতে বিবেচনা করতে হবে। উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ডিগ্রী কলেজের ক্ষেত্রে যুগপোযোগী শিক্ষক তৈরির জন্য শিক্ষক-শিক্ষা বিভাগ চালু করা যেতে পারে। এছাড়া মেধাবী শিক্ষার্থী, বিশেষ করে নারী ও পশ্চাদপদ অঞ্চলের শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদানের মাধ্যমে শিক্ষকতা পেশায় আকৃষ্ট করার পরিস্কার দিক-নির্দেশনা থাকা প্রয়োজন।

১২. **মানসম্মত শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক উন্নয়ন এবং পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ ও বিতরণ:** শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক উন্নয়ন এবং পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ ও বিতরণ ভিন্ন ধরনের কাজ এবং এজন্য ভিন্ন ধরনের দক্ষতা প্রয়োজন। এই দুই ধরনের কাজে পেশাদারিত্ব বৃদ্ধি ও দক্ষ ব্যবস্থাপনার জন্য জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডকে দু'টো স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা যেতে পারে। উপরন্তু অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষার-প্রস্তাবনার আলোকেও জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডকে নতুন করে ঢেলে সাজাবার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

১৩. শিক্ষা প্রশাসন: প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় সর্বাধিক যোগ্য, দক্ষ ও নিষ্ঠাবান শিক্ষকসহ প্রধান শিক্ষককে আকৃষ্ট করার জন্য এবং শিক্ষকদের যথাযথ মর্যাদা দেওয়ার জন্য উপযুক্ত পরিকল্পনা গ্রহণের কোনো বিকল্প নেই। আর সেজন্য শিক্ষকতা ও শিক্ষাপ্রশাসনের জন্য ভিন্ন ভিন্ন উপ-ক্যাডারের কথা বিবেচনা করা যেতে পারে।

১৪. শিক্ষা ব্যবস্থাপনার বিকেন্দ্রীকরণ: প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনার বিকেন্দ্রীকরণের কথা খসড়া শিক্ষানীতিতে বলা হয়েছে। কিন্তু স্থানীয় সরকারের দায়িত্বের আওতায় শিক্ষা প্রশাসনকে কীভাবে বিকেন্দ্রায়িত করা যেতে পারে এবং সে সম্বন্ধে নীতি ও কৌশল সম্বন্ধে স্পষ্ট সুপারিশ ও পরিবর্তনের প্রক্রিয়ার নির্দেশনা প্রয়োজন। প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার জন্য ক্ষমতায়িত স্থানীয় সরকারের সঙ্গে যুক্ত এলাকাভিত্তিক শিক্ষা কর্তৃপক্ষ গঠন করা যেতে পারে। মহাজোট সরকারের প্রধান দল আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইস্তেহারে স্থানীয় সরকারের উন্নয়ন ও জনসেবার কেন্দ্রে পরিণত করার কথা বলা হয়েছে।

১৫. শিক্ষায় বৈষম্য: সমভাবে গড়ে ওঠার সুযোগের অভাবে আমাদের দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে ব্যাপক বৈষম্য বিরাজ করছে। এই বৈষম্য প্রতিষ্ঠানের ধরন অনুসারে যেমন সত্য তেমনি একই ধরনের প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেও সমভাবে সত্য। এর ফলে খুব কম সংখ্যক প্রতিষ্ঠানই মানসম্মত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে তৈরি হয়েছে। যার ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে যেমন বৈষম্য সৃষ্টি হচ্ছে, আবার ভবিষ্যতে অর্থনৈতিক বৈষম্য সৃষ্টিতেও অবদান রাখছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে সমতা বিধানের লক্ষ্যে ব্যাপক উদ্যোগ নিতে হবে। ন্যুনতম ভৌত অবকাঠামো, শিক্ষা সংক্রান্ত সুযোগ সুবিধা ও মানসম্মত শিক্ষা সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিশ্চিত করতে হবে। শিক্ষার্থীদের বড় অংশকে মানসম্মত শিক্ষার আওতায় আনার আর কোন বিকল্প হতে পারে না বলে সভায় মত প্রকাশ করা হয়। দরিদ্রপীড়িত এলাকায় ও দরিদ্র জনসাধারণের কাছে মানসম্মত শিক্ষার সুযোগ পৌছে দিয়ে বৈষম্য দূরীকরণের উদ্যোগ নিতে হবে।

১৬. শিক্ষায় অর্থায়ন: সরকার শিক্ষার্থী প্রতি যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে, অভিভাবকরাও সমপরিমাণ বা তার চেয়েও বেশি অর্থ ব্যয় করে থাকেন। তাতেও কিন্তু মানসম্মত শিক্ষার সংস্থান হয় না। মানসম্মত শিক্ষা অর্জনের লক্ষ্যে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে বিনিয়োগ বাড়ানোর যে প্রস্তাব করা হয়েছে (জাতীয় আয়ের ৬ শতাংশ) তা যথার্থ বলে সভায় মত প্রকাশ করা হয়। এক্ষেত্রে অর্থ ব্যয়ের দক্ষতা বাড়ানোর ওপর

সভায় জোর দেওয়া হয়েছে। শিক্ষাকে সুলভ করার যে প্রস্তাব শিক্ষানীতিতে করা হয়েছে তার প্রতিও সভায় সাধুবাদ জানানো হয়।

১৭. **পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা:** সরকার ইতোমধ্যে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাভিত্তিক উন্নয়ন কৌশলে ফিরে এসেছে। সভায় এতে সন্তোষ প্রকাশ করা হয়। প্রস্তাবিত শিক্ষানীতি বাস্তবায়নে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা কীভাবে কাজে লাগানো যায় এবং সেই সঙ্গে এতে কীভাবে অর্থায়ন করা যায় তারও কিছুটা ইঙ্গিত থাকা প্রয়োজন ছিল বলে সভায় মতপ্রকাশ করা হয়। এক্ষেত্রে অর্থায়ন ও শিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন টার্গেটের কথা সুধীজন বিশেষভাবে উল্লেখ করেন।

১৮. **বাংলাদেশ অব্যাহত ও দক্ষতা শিক্ষা সংস্থাঃ** প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোকে "বাংলাদেশ অব্যাহত ও দক্ষতা শিক্ষা সংস্থায় রূপান্তরিত করা হবে" এই বক্তব্য আরো ব্যাখ্যার দাবী রাখে। এরকম একটি নীতি নির্ধারণী সিদ্ধান্তের কী যৌক্তিকতা, সমন্বিত প্রতিষ্ঠানের কি কার্য-পরিধি হবে এবং প্রয়োজনীয় কাঠামোগত ও আইনগত সংস্কারই বা কি হবে সে সব বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশনা বাঞ্ছনীয়।

১৯. **ভাষাশিক্ষার নীতি:** ভাষা যে কোন শিক্ষাব্যবস্থার প্রাণস্বরূপ। শিক্ষানীতিতে ভাষা বিষয়ে কিছু কিছু কথা উঠে এসেছে যা অবশ্যই ভালো দিক। আমাদের একটি সার্বিক জাতীয় ভাষানীতি থাকা প্রয়োজন যা শিক্ষানীতির একটি অধ্যায় হতে পারতো। এতে মাতৃভাষাসমূহ (আদিবাসীদের ভাষাসহ), প্রধান বিদেশি ভাষা (অর্থাৎ ইংরেজি) এবং অন্যান্য বিদেশী ভাষা শিক্ষার বিষয়ে জাতীয় নীতিতে প্রতিফলন থাকা প্রয়োজন।

২০. **শিক্ষা-প্রশিক্ষণে এনজিওসমূহের অভিজ্ঞতার প্রতিফলন ও সম্পৃক্ততা:** এনজিওসমূহের শিক্ষা-প্রশিক্ষণ বিশেষ করে প্রাক্-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষায় জনসমাজকে সম্পৃক্ত করে স্থানীয় সরকারের সঙ্গে কাজ করার যে ব্যাপক অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়েছে তা ব্যবহারের বিষয়টি শিক্ষানীতিতে প্রতিফলিত হয়নি। শিক্ষাক্ষেত্রে ফলপ্রসূ যে কোন পরীক্ষিত অভিজ্ঞতা তা যেই উদ্ভাবন করুক না কেন তার যথাযথ প্রসার বাঞ্ছনীয়। এ বিষয়ে শিক্ষানীতিতে সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা দরকার। তা ছাড়া সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে কাজে লাগিয়ে কার্যক্রম বাস্তবায়নের নীতি থাকতে পারে।

২১. বিবিধ: ১. নারীশিক্ষা অধ্যায়ের নাম পরিবর্তন করে 'শিক্ষার সকল স্তরে নারীর প্রবেশগম্যতা'-এই শিরোনাম ব্যবহার সুপ্রযুক্ত হবে বলে সভায় মত প্রকাশ করে। তাছাড়া কৌশলের মধ্যে শিক্ষার সকল স্তরে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য নারীর সামাজিক নিরাপত্তা, প্রাতিষ্ঠানিকভাবে নারীর মর্যাদা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং আইনগত সহায়তার বিষয়সমূহ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট নির্দেশনা থাকা প্রয়োজন। এসব বিষয় নিশ্চিত করা গেলে একজন নারী সমাজে ও কর্মক্ষেত্রে তাঁর যথার্থ অবদান রাখতে সক্ষম হবে।

২. অধ্যায় ১ ও ২ এ উল্লেখিত জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়টির সঙ্গে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাসহ স্কুলভিত্তিক দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস বিষয়ক সূচি অন্তর্ভুক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। এজন্য সংশ্লিষ্ট অধ্যায়ে প্রয়োজনীয় কৌশল এবং শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তকে উল্লিখিত বিষয়ের প্রতিফলন জরুরি।

৩. স্কুল ও জনসমাজভিত্তিক শিক্ষা - তথ্য ব্যবস্থাপনা প্রবর্তনের বিষয় সম্বন্ধে নীতি নির্ধারণী নির্দেশনা প্রয়োজন। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তথ্য সংগৃহীত হলে School Level Implementation Plan এবং আঞ্চলিক সমন্বিত শিক্ষা পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সম্ভব।

৪. এছাড়াও অনেকেই লিখিত মতামত পাঠিয়েছেন। এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি এতদসঙ্গে সংযুক্ত করা হল।

পরবর্তী পদক্ষেপসমূহ: পরবর্তী পদক্ষেপ হিসেবে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মনোযোগ আকর্ষণের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত প্রস্তাব উপস্থাপন করা হলো:

- প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষাসংক্রান্ত নীতিমালা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মাল্টি-স্টেকহোল্ডার ফোরাম গঠন;
- শিক্ষানীতি বাস্তবায়নে সহযোগিতা করার জন্য অধ্যায়সমূহের ক্লাস্টার অনুযায়ী একাধিক টাস্কফোর্স গঠন;
- শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের জন্য বিশদ কর্মকৌশল প্রণয়ন। এটি করা না গেলে যে আশা ও আকাঙ্খা নিয়ে এত বড় মাপের শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা হয়েছে তা মুখ থুবড়ে পড়তে পারে;
- শিক্ষানীতির প্রতিটি কাজের জন্য সময়বাঁধা বাস্তবভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা তৈরি;

- সংসদে বিভিন্ন দলের সংসদ সদস্যদের মতামতের আলোকে শিক্ষানীতি অনুমোদনের সর্বাত্মক চেষ্টা গ্রহণ;
- অনুমোদিত নীতির সময়ানুগ বাস্তবায়নের লক্ষে প্রয়োজনীয় বরাদ্দের ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ;
- নীতিমালা সংসদে অনুমোদনের পর প্রয়োজনীয় সংস্কার যেমন-আইনগত, প্রাতিষ্ঠানিক ও প্রশাসনিক সংস্কারের জন্য সুপ্রযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ।

উপসংহার: শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির ইতিহাস-সৃজনী শিক্ষানীতির ওপর আমাদের প্রস্তাবিত সুপারিশসমূহ আপনাদের প্রজ্ঞা, অভিজ্ঞতা ও দেশের প্রেক্ষাপটের পরিপ্রেক্ষিতে বিবেচিত হোক এ আমাদের প্রত্যাশা। তবে এই শিক্ষানীতিটি কিভাবে বাস্তবায়িত হবে সে লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক, প্রশাসনিক ও আইনগত সংস্কারের দিক নির্দেশনা সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনকে অনুপ্রাণিত করবে এবং পরবর্তী সহযোগিতার পথ-বিকল্প সম্বন্ধে ভাবনার সুযোগ পাবে।